প্রথম আলো

তারিখঃ ২৮-১২-২০২২ (পৃঃ ০৭)

বীজ বোর্ডের অনুমোদন পেল ধানের নতুন তিন জাত

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন পেল বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত ধানের নতুন তিনটি জাত। গত সোমবার জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৮তম সভায় ওই অনুমোদন দেওয়া হয়। ব্রি উদ্ভাবিত নতুন তিনটি জাত হচ্ছে আমন মৌসুমের জন্য ব্রি ধান-১০৩ এবং বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি ধান-১০৪ ও ব্রি হাইব্রিড ধান-৮।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ জাতগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার ব্রি থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নতুন উদ্ভাবিত ব্রি ধান-১০৩ আমন মৌসুমের একটি জাত। জাতটি ব্রি ধান-২৯-এর সঙ্গে সংকরায়ণ করা এবং পরবর্তী সময়ে অ্যান্থার কালচার পদ্ধতি (জীবপ্রযুক্তি) ব্যবহার করে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। এ জাতের ধানের পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার। ডিগ ও পাতা খাড়া। চাল লম্বা ও চিকন। এক হাজার পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩ দশমিক ৭ গ্রাম। ধানে অ্যামাইলেজের পরিমাণ ২৪ ভাগ। এ জাতটির গড় জীবনকাল ১৩২ দিন। এ জাতের ধানের গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৬ দশমিক ২ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে জাতটি প্রতি হেক্টরে আট টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

ব্রি ধান-১০৪ সংকরায়ণ করে এবং পরবর্তীকালে বংশানুক্রম সিলেকশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। ব্রি গাজীপুরের গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারিটি (সমজাতীয় ধানের সারি) নির্বাচন করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত হোমোজাইগাস কৌলিক সারিটি পাঁচ বছর ফলন পরীক্ষার পর ২০১৯ সালে ব্রির আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোর গবেষণা মাঠে ও ২০২০ সালে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। ২০২১ সালে বীজ প্রত্যয়ন সংস্থা কর্তৃক ধানটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। সব ক্ষেত্রেই নতুন জাতের ধানটির ফলন সন্তোষজনক ছিল।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ লিয়াজোঁ কর্মকর্তা আবদুল মোমিন বলেন, ব্রি ধান-১০৪-এ আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা, পাতার রং সবুজ। পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৯২ সেন্টিমিটার। জাতটির গড় জীবনকাল ১৪৭ দিন। এক হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২১ দশমিক ৫ গ্রাম। এ জাতের ধান বাসমতি টাইপের তীব্র সুগন্ধিযুক্ত। এ ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৯ দশমিক ২ ভাগ। এ ছাড়া প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮ দশমিক ৯ ভাগ এবং ভাত ঝরঝরে। এ জাতের জীবনকাল ব্রি ধান-৫০-এর প্রায় সমান। এ ধানের গুণগত মান ভালো অর্থাৎ চালের আকার-আকৃতি অতিরিক্ত লম্বা ও চিকন এবং রং সাদা। ফলন পরীক্ষায় দেশের ১০টি অঞ্চলে ব্রি ধান-৫০-এর চেয়ে ব্রি ধান-১০৪-এর ফলন প্রায় ১১ দশমিক ৩৩ ভাগ বেশি পাওয়া গেছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ২৮-১২-২০২২ (পৃঃ ০৪)

আমনে আশাবাদ

চলতি বছর অসময়ে বেশি বৃষ্টিপাত ও বন্যা হলেও বর্ষা মৌসুমে স্বাভাবিকের চেয়ে বৃষ্টি হয়েছে কম। ফলে আমনের আবাদ ও ফলন নিয়ে দেখা দেয় শঙ্কা। অপ্রতুল ও অসম বৃষ্টিপাতের কারণে আমনের চাষাবাদ নিয়ে এরকম এক অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও সরকার তথা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়োচিত যথাযথ পদক্ষেপে ঘুরে দাঁড়ায় কৃষক। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বীজ, সার, কীটনাশক, সম্পূরক সেচের পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। ফলে আমন আবাদের জমির পরিমাণ কিছুটা হলেও বেড়েছে। ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের কারণে কিছু জমি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পরে পরিবেশ-প্রকৃতি অনুকূলে থাকায় বাম্পার ফলন হয়েছে আমনের। দেশব্যাপী চলছে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের মহোৎসব। বাজারে ভালো দাম পেয়ে কৃষকও এবার খুশি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) হিসাবে চলতি বছর আমন ধান থেকে প্রায় এক কোটি ৬৩ লাখ টন চাল পাওয়া যেতে পারে। ব্রির হিসাবে আগামী বছরের জুন পর্যন্ত বোরো দুই কোটি চার লাখ টন, আউশ ৩০ লাখ টন এবং আমনের উৎপাদন ধরে মোট ৩ কোটি ৯৭ লাখ টন চাল পাওয়া যেতে পারে। এ সময়ে ১৭ কোটি মানুষের জন্য প্রয়োজন হবে দুই কোটি ৫১ লাখ টন চাল। চালের অন্যান্য ব্যবহারে ২৬ দশমিক ১২ শতাংশ হিসাব ধরে প্রয়োজন হবে এক কোটি তিন লাখ টন। সেই হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকবে ৪২ লাখ টন চাল। অর্থাৎ আগামী জুন পর্যন্ত দেশে চালের কোনো সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে সার্বিক বাজার ব্যবস্থাপনাসহ নিরবচ্ছিন্ন সাপ্লাই চেন অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে কৃষক ও বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে ধান- চালের দাম নির্ধারণ করা। তা না হলে ধান- চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না

এ কথাও সত্যি যে, জ্বালানি তেল, বীজ, সার, সেচ খরচ, কৃষি মজুরিসহ বাড়তি ব্যয়ের কারণে আমনের উৎপাদন খরচ বেশি হয়েছে কৃষকের। কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতিকেজি চালের ক্রয়মূল্য ৪২ টাকা আর প্রতিকেজি ধানের দাম ২৮ টাকা নির্ধারণ করেছে। কৃষকের মতে বাজারে ধানের দাম এর চেয়ে বেশি। তদনুযায়ী নির্ধারিত হয়নি সরকারি ক্রয়মূল্য। এর পাশাপাশি বাড়তি ঝামেলা ও জটিলতার কারণে সরকারি গুদামে ধান-চাল বিক্রিতে আগ্রহী নন কৃষক। চালকল মালিক তথা মিলারদেরও একই কথা। সরকার নির্ধারিত মূল্যে চাল সরবরাহ করলে লোকসান গুনতে হয় তাদের। সে অবস্থায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে কৃষক ও বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করে ধান-চালের দাম নির্ধারণ করা। তা না হলে ধান-চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না। বাজারেও তেমন ইতিবাচক প্রভাব পড়বে না। বরং এর পুরো সুবিধাই ভোগ করবে মধ্যস্বত্বভোগী, ফড়িয়া ও দালাল। যার খেসারত দিতে হবে সাধারণ মানুষকে বাড়তি দামে চাল কিনে। কোভিড-১৯ পরবর্তী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত বৈশ্বিক মন্দাবস্থায় সরকার এবার সবিশেষ জোর দিয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর। এই পরিস্থিতিতে আমদানিকারকসহ খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের উচিত দেশের জনগণের স্বার্থে সরকারকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে চালসহ নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ২৮-১২-২০২২ (পৃঃ ০৪)

কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব দিন

সুগন্ধি ধানের জাত অনুমোদন

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো মূলত কৃষিনির্ভর। বেশির ভাগ মানুষের জীবন-জীবিকা কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। দেশে প্রতিবছরই আবাদযোগ্য জমি কমছে। লবণাক্ততা, খরা, বন্যাসহ প্রাকৃতিক নানা কারণে ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্রমেই বেড়ে চলেছে বিভিন্ন ফসলের মোট উৎপাদন। নিরন্তর গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তি কৃষি উৎপাদনে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

কালের কণ্ঠে গতকাল প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত তিনটি নতুন ধানের জাতের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় বীজ বোর্ড। আমন মৌসুমের জন্য ব্রি ধান-১০৩ ও ব্রি ধান-১০৪ এবং বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি হাইব্রিড ধান-৮ অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে সুগন্ধি ব্রি ধান-১০৪-এ বাসমতীর গুণাবলি রয়েছে। দেশে এটিই ব্রির উদ্ভাবিত বাসমতীর মতো প্রথম সুগন্ধি ধান।

আমন মৌসুমের জন্য ছয়টি সুগন্ধি ধানের জাত কৃষক পর্যায়ে গেছে। স্বল্পমাত্রার সুগন্ধি জাত হিসেবে ব্রি ধান-৭৫ ও ৯০ জাত দুটি রয়েছে। এ ছাড়া বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি ধান-৫০ জাতটি ভালো মাত্রার সুগন্ধি জাত হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে এসব জাতের কোনোটিই বাসমতীর বিকল্প হতে পারেনি। চালের আকৃতি, সুগন্ধ ও স্বাদের কারণে ব্রি ধান-১০৪ জাতটি বাসমতীর বিকল্প জাত হিসেবে জনপ্রিয়তা পাবে—এমনটি প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

এর আগে গত জানুয়ারি মাসে বোরো মৌসুমে চাষের জন্য ব্রি উদ্ভাবিত দুটি ইনব্রিড, বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবিত একটি ইনব্রিড, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ব্র্যাক উদ্ভাবিত একটি ইনব্রিড এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছয়টি হাইব্রিড জাতের নিবন্ধন দেওয়া হয়।

দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে হলে কৃষির উন্নয়নে আরো বেশি জোর দিতে হবে। সে কারণে কৃষির বহুমুখীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং দেশে ও বিদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে হবে।

বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলের জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ভূগর্ভেও বাড়ছে লবণাক্ততা এবং তা ক্রমেই দেশের মধ্যাঞ্চলে চলে আসছে। অন্যদিকে বরেন্দ্র এলাকা ও উত্তরাঞ্চলে পানির স্তর ক্রমেই নিচে নামছে। মরুকরণ প্রক্রিয়া প্রকট হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সব প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বাংলাদেশের কৃষি এগিয়ে চলেছে। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে কৃষি নিয়ে সফল ও উন্নততর গবেষণার কারণে।

বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীদের সাফল্য অনেক। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্রমেই বেড়ে চলেছে বিভিন্ন ফসলের মোট উৎপাদন। কাজেই আমাদের কৃষি গবেষণায় আরো গুরুত্ব দিতে হবে।